ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

উপদেষ্টা
শাহ আবদুল হান্নান

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

নির্বাহী সম্পাদক
প্রফেসর ড. আহমদ আলী

সহকারী সম্পাদক
শহীদুল ইসলাম

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. বেগম আসমা সিদ্দীকা
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
প্রফেসর ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের
প্রফেসর ড. খোন্দকার আ. ন. ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR
ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১ সংখ্যা : ৪১

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে **মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম**

প্রকাশকাল : জানুয়ারি-মার্চ : ২০১৫

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
e-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
web : www.ilrcbd.org

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭-২২০৪৯৮
e-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২, মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

সংস্থার ব্যাংক একাউন্ট নং
MSA 11051
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি:
পুরানা পল্টন শাখা, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ : ল' রিসার্চ সেন্টার

কম্পোজ : ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স

দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 380/B, Mirpur Road (Lalmatia), Dhaka-1209, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 100 US $ 5

[জার্নালে প্রকাশিত লেখার সকল তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখক/গবেষকগণের। কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ প্রকাশিত তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের জন্য দায়ী নন।]

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়.....৪

কিশোর অপরাধের কারণ ও প্রতিকার : ইসলামী দৃষ্টিকোণ ৭
ড. মো. মাসুদ আলম

ইসলামের দৃষ্টিতে স্থাপত্য শিল্প : একটি পর্যালোচনা. ৩৯
ড. মাহফুজুর রহমান

ফাত্ওয়া প্রদানের নীতিমালা ও শর্তাবলি : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের রায় ৫৭
মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান

ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি : একটি পর্যালোচনা ৯৩
ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল

হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতির ক্ষেত্রে শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ.-এর অবদান : একটি পর্যালোচনা.....১১৫
ড. মুহাম্মদ মিজানুর রহমান

নাগরিক অধিকার : পরিপ্রেক্ষিত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ও ইসলাম ১৩৭
আব্দুল্লাহ আল মামুন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

সম্পাদকীয়

'ইসলামী আইন ও বিচার' একটি গবেষণাধর্মী ইসলামী জার্নাল। এর প্রতিটি সংখ্যায় প্রকাশিত সবগুলো প্রবন্ধ গবেষণামূলক। সমকালীন বিভিন্ন সমস্যা ও বিষয় নিয়ে প্রবন্ধগুলো লেখা হয়েছে এবং কুরআন, হাদীস ও যুক্তি-প্রমাণের আলোকে সমাধান উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। এ জার্নালে যাদের প্রবন্ধ ছাপা হয় তাদের অধিকাংশই উঁচু মানের গবেষক ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। অতি অল্প সময়ের মধ্যে জার্নালটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং একটি গবেষণা জার্নাল হিসেবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীকৃতিও লাভ করেছে। জার্নালটির উপদেষ্টা ও সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ সকলেই লেখক ও গবেষক হিসেবে দেশে-বিদেশে খ্যাতিমান। আশা করি এর গ্রহণযোগ্যতা দিন দিন আরো বৃদ্ধি পাবে।

জার্নালটির বর্তমান সংখ্যায় অতি গুরুত্বপূর্ণ ছয়টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে যার প্রত্যেকটির বিষয়বস্তু সময়োপযোগী। যেমন 'কিশোর অপরাধের কারণ ও প্রতিকার' বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আজ যারা শিশু-কিশোর তারাই একটি দেশ ও জাতির তথা বিশ্বের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। মানবিক দিক দিয়ে তাদের সার্বিক উন্নতি এবং সুস্থ মন-মানসিকতার ওপর নির্ভর করছে ভবিষ্যৎ বিশ্বের শান্তি ও সমৃদ্ধি। শিশু-কিশোরদের সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের ক্ষেত্রে মাতা-পিতা, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভূমিকা অপরিসীম। আল্লাহর রাসূলের স. ভাষায় কথাটি এমন,

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

'প্রতিটি শিশুই ফিতরাত তথা স্বভাবধর্ম ইসলামের ওপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার মাতা-পিতা তাকে ইহূদী অথবা খ্রিস্টান কিংবা অগ্নিপূজক বানায়।' [সহীহুল বুখারী-১৩৮৫] অর্থাৎ তার আর্থ-সামাজিক পরিবেশ তাকে স্বভাবধর্ম ইসলাম থেকে বিচ্যুত করে। ফলে শিশু-কিশোররা মানবিক মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত হয়ে অপরাধ প্রবণতার দিকে ধাবিত হয়। প্রতিটি শিশু-কিশোরের সুশিক্ষা লাভ করার অধিকার আছে। এ অধিকার থেকে বঞ্চিত হবার কারণে আজ সারাবিশ্বে ক্রমবর্ধমান হারে কিশোর অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে যা সমাজ ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

উপরোক্ত বিষয়টি সামনে রেখে প্রবন্ধকার ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কিশোর অপরাধের কারণ ও তা প্রতিকারের উপায় বিচার-বিশ্লেষণ করে সুপারিশ উপস্থাপন করেছেন। প্রবন্ধটি যে সময়োপযোগী তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মানুষ যুগে যুগে সে সকল শিল্পের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে, তন্মধ্যে অন্যতম হলো স্থাপত্য শিল্প। কারণ মানুষ এ পৃথিবীতে আসার পর হতেই ঠাণ্ডা-গরম, ঝড়-বৃষ্টি, এবং পশু-পাখির আক্রমণ হতে নিজেদেরকে বাঁচাবার জন্য এ শিল্পের প্রয়োজন বোধ করেছে। তা ছাড়া সমবেতভাবে উপাসনা, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, সভা-সমাবেশ ইত্যাদির জন্যও এর প্রয়োজন হয়েছে। মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রাচীন মিসরীয়, ব্যবলনীয়, গ্রীক, রোমান প্রভৃতি জাতি-গোষ্ঠী এই শিল্পের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছে। তবে তারা তাদের চিন্তা-বিশ্বাসের স্বকীয়তা ও নিজস্বতা বজায় রেখে স্থাপত্য শিল্প নির্মাণ করেছে। ইসলাম এ শিল্পকে কোন দৃষ্টিতে দেখে এবং মুসলিম জাতি কিভাবে এর চর্চা করবে তা একটি পর্যালোচনার বিষয়। 'ইসলামের দৃষ্টিতে স্থাপত্য শিল্প' শীর্ষক প্রবন্ধটি এ বিষয়ে লেখা একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ। কুরআন-হাদীস ও মুসলিম মনীষীদের মতামতের আলোকে বিষয়টি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

'ফাত্ওয়া' এমন একটি শব্দ যা মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সর্বশ্রেণীর মাঝে অতি প্রচলিত। কোন বিষয়ে ইসলামী বিধান জানার জন্য ফাত্ওয়া দেয়া-নেয়া মুসলিম সমাজের মৌলিক একটি বিষয়। যারা জানে না তাদেরকে যারা জানে তাদের নিকট জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়ার জন্য কুরআন কারীমে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে ফাতওয়া দেয়া কোন আনাড়ি ব্যক্তির কাজ নয়। এক্ষেত্রে মুফতী তথা যিনি ফাতওয়া দেবেন তার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা এবং এতদসংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করা অতীব জরুরী। বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা স্বল্পশিক্ষিত ও অদক্ষ ব্যক্তিবর্গের ফাত্ওয়ার কারণে বহু ক্ষেত্রে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে মানবাধিকারও ক্ষুণ্ন হয়। কয়েক বছর পূর্বে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া এমনই একটি ঘটনা উচ্চ আদালতের দৃষ্টিতে আসে। সম্প্রতিবিজ্ঞ বিচারপতিগণ কিছু নীতিমালার ভিত্তিতে ফাত্ওয়া দান বৈধ বলে রায় প্রদান করেন। 'ফাত্ওয়া প্রদানের নীতিমালা ও শর্তাবলী : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের রায়' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক সম্প্রতি প্রকাশিত সুপ্রিমকোর্টের রায়ের আলোকে কুরআন-হাদীসের ভিত্তিতে সহজ ও সাবলীল ভাষায় বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন। ফাত্ওয়া দেয়া যে সবার কাজ নয় এবং এর উদ্দেশ্য কেবল মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা প্রবন্ধকার সে কথাই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইসলামের দিক নির্দেশনা রয়েছে। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তথা এমন কোন ক্ষেত্র নেই, যে সম্পর্কে ইসলামের বিধান পাওয়া যাবে না। বিশেষ করে ইসলামের রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক প্রায় সকল দিক-নির্দেশনা রাসূলুল্লাহ স. ও খিলাফতে রাশেদার শাসনামলে বাস্তবায়িত হয়েছে। আর এ সময়টা ইসলামের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মডেল হিসেবে বিবেচিত। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি কেমন হবে তার একটি চিত্রও উক্ত সময়ের মধ্যে পাওয়া যাবে। 'ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি : একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রবন্ধকার বিষয়টি উল্লিখিত মডেল-এর আলোকে উপস্থাপন করেছেন।

রাসূলুল্লাহ স.-এর কথা, কাজ ও সমর্থনকে হাদীস বা সুন্নাহ বলে। এই হাদীস হলো ইসলামী আইন তথা জীবন বিধানের দ্বিতীয় মৌলিক উৎস। আল-কুরআনের পরেই এর স্থান। এটাও এক প্রকার ওহী। কারণ, রাসূলুল্লাহ স. আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ ব্যতীত যেমন কোন কিছু বলতেন না, তেমনি কোন কাজও করতেন না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى–وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى 'তিনি মনগড়া কোন কথা বলেন না। তিনি যা কিছু বলেন তা শুধুই ওহী যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।' (সূরা আন-নাজ্ম, আয়াত : ৩-৪) তাই রাসূলুল্লাহ স.-এর জীবনকাল থেকে নিয়ে পরবর্তী কালের কয়েক শত বছর পর্যন্ত অসংখ্য মনীষী এই হাদীস সংরক্ষণের জন্য জীবনপাত করেছেন। এই হাদীসকে কেন্দ্র করে জ্ঞানের বহু শাখার উদ্ভব ঘটেছে, যাকে উলূমুল হাদীস নামে অভিহিত করা হয়। যার অর্থ হাদীসশাস্ত্র বিষয়ক জ্ঞানের শাখা সমূহ। এসকল জ্ঞান নিয়ে গবেষণা ও লেখালেখি কখনো বন্ধ হয়নি। বর্তমান সময় পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত আছে। বিশ শতকের এমনই একজন হাদীস বিশেষজ্ঞ হলেন নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ.। হাদীস শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় তিনি বিশাল অবদান রেখে গেছেন। 'হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতির ক্ষেত্রে শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ.-এর অবদান' শিরোনামে তারই একটি চমৎকার পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

আধুনিক যুগে মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকারের কথা প্রায়ই শোনা যায়। মানবসভ্যতার উৎপত্তি ও বিকাশের সাথে সাথেই মানবাধিকারের ধারণাও বিকশিত হয়েছেআধুনিক যুগে নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ রাষ্ট্রের কল্যাণকামিতার অন্যতম বহিঃপ্রকাশ বলে বিবেচিত। বিভিন্ন সনদ ও ঘোষণার মাধ্যমে মানবাধিকার রক্ষায় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আসলে এসব সনদ ও ঘোষণার বহু পূর্বেই ইসলাম মানবাধিকারের ঘোষণা কুরআন ও সুন্নাহের মধ্যে অসংখ্য স্থানে বর্ণনা করেছে এবং মুসলিমগণ সর্বযুগে ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে তা বাস্তবায়ন করেছেন। এরপরও ১৯৯০ সালে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) কায়রো ঘোষণা ইসলামে মানবাধিকারের ব্যাপারে একটি অনবদ্য দলীল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। 'নাগরিক অধিকার : পরিপ্রেক্ষিত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ও ইসলাম' শিরোনামের প্রবন্ধটিতে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত মানবাধিকার সনদ ও কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তুলনামূলক আলোচনা ও বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

আমরা আশা করি জার্নালটির বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো দ্বারা পাঠক-পাঠিকাগণ উপকৃত হবেন। সব ধরনের ভুল-ত্রুটি থেকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে তাঁর মর্জিমত কাজ করার তাওফীক দান করুন।

– ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ